ইউনিট ২

ভূমিকা

বর্তমান ইউনিটটি পাঠ করলে আপনি পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হবেন। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং তাদের এ-দেশীয় সহচরদের ক্রমিক ষড়যন্ত্রের কথাও আপনি আলোচ্য ইউনিট থেকে জানতে পারবেন। আলোচ্য ইউনিটে মোট তিনটি দৃশ্য রয়েছে। প্রথম দৃশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এবং তার বিরুদ্ধে সিরাজের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানা যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাজ কর্তৃক বিতারিড়ত ইংরেজ কর্মকর্তারা ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়ম জাহাজে বসে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছে। তাদের কর্মধারা পর্যালোচনা করলে ারষ্ট বোঝা যায়, যে করেই হোক, তারা সিরাজকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করতে চায় শওকতজঙ্গকে। কিন্তু নবাবের কাছে সব সংবাদই পৌঁছে যেত। তৃতীয় দৃশ্যে আমরা এ কথাই জানতে পারি। এই দৃশ্যে ঘষেটী বেগমের বাড়িতে এমনি একটা ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জানতে পারি। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এসব ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তা কিছুই মানেনি। অবশেষে ঘসেটী বেগম এবং সিরাজের উত্তপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান ইউনিটটি সমাপ্ত হয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
২. সিরাজের পতনের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে এ-দেশের যে সব ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের ক্রমিক ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিরাজ চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

☞	মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
গোলন্দাজ – যে সৈনিক কামান দাগিয়ে গোলা নিক্ষেপ করে। **বেঈমান** – বিশ্বাসঘাতক।	**প্রথম অংক॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৬ সাল, ১৯শে জুন। স্থান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। [*চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালী খান, জর্জ হলওয়ে,*

ডাচদের – ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের কর্মচারীদের।

হাতুড়ে – আনাড়ি চিকিৎসক।

সর্বাধিনায়ক – যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

জুলুম – অত্যাচার।

Secret Committee – গোপন সংস্থা, গোপন পরিষদ।

কোম্পানী – ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত নাম।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা – বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। আলীবর্দী খাঁর প্রিয় দৌহিত্র। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে তিনি পরাজিত হন। তাঁর অধিকাংশ পারিষদই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সিরাজ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং সাহসী সৈনিক। নানা ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়লেও তিনি কখনো দিশাহারা হননি কিংবা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন প্রজাবৎসল নবাব।

আলীবর্দী – প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দী খাঁ। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মাতামহ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তিনিই মৃত্যুর সময় সিরাজকে ভবিষ্যৎ নবাব হওয়ার কথা বলে যান।

ওয়াটস – উইলিয়ম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার

উর্মিচাঁদ, মীরমর্দান, মানিক চাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াট্‌স।]

নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যদের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ক্লেটন॥ প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা Victory or death-Victory or death.।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙ্গালী গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)।

ক্লেটন॥ তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙ্গালী বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মত হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালী খান॥ যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাচি এসে পড়েছে।

ক্লেটন॥ না, না।

ওয়ালী॥ এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন॥ চুপ বেঈমান। কাপুরুষ বাঙালীর কথায় যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালী॥ ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানীর টাকার জন্যে। তা'বলে বাঙ্গালী কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রমাণ দেবে।

ক্লেটন॥ What? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালী খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ॥ ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিকায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিন্স পয়েন্টের সমস্ত ছাউনী ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন॥ কি করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

জর্জ॥ উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনীতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মত ছুটে আসছে।

ক্লেটন॥ বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিন্‌চিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেন নি?

জর্জ॥ ক্যাপ্টেন মিন্‌চিন, কাউন্সিলার ফ্রাঙ্কল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন॥ কাপুরুষ, বেঈমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলী চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)

কুঠির পরিচালক। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

হলওয়েল – প্রকৃত নাম জন জেফানায়া হলওয়েল। চরম মিথ্যাবাদী। কোন ঘটনাকে বেশি করে বলা ছিল তার অভ্যাস। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য তিনিই অন্ধকূপ হত্যা ঘটনাটি কল্পনা করে প্রচার করেন।

মীর মর্দান – নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমিক সেনাপতি। পলাশীর যুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে সিরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যুদ্ধরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মানিকচাঁদ – সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মানিকচাঁদ চিলেন চরম বিশ্বাসঘাতক।

উর্মিচাঁদ – লাহোরের অধিবাসী উমিচাঁদ ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন শিখ। ইংরেজদের সঙ্গে দালালী করে উমিচাঁদ সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন।

হলওয়েল॥ এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

ক্লেটন॥ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি সার্জন হলওয়েল?

হলওয়েল॥ আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন॥ তাকে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন?

হলওয়েল॥ তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধ্যে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য ত দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।

(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)

ক্লেটন॥ তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্ণর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি। (ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়ের চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারী করছে।)

হলওয়েল॥ (পায়চারী থামিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে) এই, কে আছ? (রক্ষীর প্রবেশ)

জর্জ॥ Yes sir

হলওয়েল উমিচাঁদকে বন্দী করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ॥ পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল॥ তাকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ॥ Right sir

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তে উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে।)

উমিচাঁদ॥ (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল॥ সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন ত?

উমিচাঁদ॥ (কান পেতে শুনল) বোধ হয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।

হলওয়েল॥ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেন্যধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।

উমিচাঁদ॥ বন্দীর কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।

(জর্জের প্রবেশ)

জর্জ॥ সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।

হলওয়েল॥ দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

জর্জ॥ গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু তিনি আহত হননি।

উমিচাঁদ॥ দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।

হলওয়েল॥	যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধঘণ্টা আগেও প্রতিজ্ঞা করছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।
উমিচাঁদ॥	বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।
হলওয়েল॥	উমিচাঁদ, এখন উপায়?
উমিচাঁদ॥	আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কম্যান্ডার ইন-চীফ। আবার প্রচন্ড গোলার আওয়াজ ভেসে এল)
হলওয়েল॥	(হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।
উমিচাঁদ॥	আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন। (উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ।)
জর্জ॥	সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সেন্য গঙ্গার দিক্কার ফটক ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।
হলওয়েল॥	সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও। (জর্জ ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মীরমর্দানের প্রবেশ।)
মীরমর্দান॥	এই যে দুশমনরা এখান থেকেই গুলি চালাচ্ছে।
হলওয়েল॥	আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে।
মীরমর্দান॥	সন্ধি না আত্মসমর্পণ?
মানিকচাঁদ॥	সবাই অস্ত্র ত্যাগ করো।
মীরমর্দান॥	মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।
মানিকচাঁদ॥	তুমি হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে। (দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। পেছনে সসৈন্য সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দীরা কুর্ণিশ করে এ পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)
সিরাজ॥	কোম্পানীর ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরী হও হলওয়েল।
হলওয়েল॥	আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।
সিরাজ॥	জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছো তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশী হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?
হলওয়েল॥	তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।
সিরাজ॥	কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণ ভয়ে কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ তবু কাউকে দিতেই হবে। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার ারর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

হলওয়েল॥	আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই নি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে-
সিরাজ॥	শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানী করছিলে তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দী করা হয়েছে ওয়াট্‌স আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।
রায়দুর্রভ॥	জাঁহাপনা।
সিরাজ॥	বন্দী ওয়াট্‌সকে এখানে হাজির করুন। (ওয়াট্‌সসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ) ওয়াট্‌স!
ওয়াট্‌স॥	Your Excellency.
সিরাজ॥	আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানী করছ, কলকাতার আশে পাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাও নি। তোমরা কি ভেবেছ এই সব অনাচার আমি সহ্য করব?
ওয়াট্‌স॥	আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।
সিরাজ॥	তোমাদের ধৃষ্ঠতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।
ওয়াট্‌স॥	কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লীর বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
সিরাজ॥	বাদশাকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছো। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।
হলওয়েল॥	Your Excellency. নবাব আশিবর্দী আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।
সিরাজ॥	আর আমাদের তিনি যে অনুমতি করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর এ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন, কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের Secret Committe-র সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছো? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্ব্যবহার ত দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।
ওয়াট্‌স॥	Your Excellency, আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। We have come to earn money and not to get into politicos. রাজনীতি আমরা কেন করব?
সিরাজ॥	তোমরা বাণিজ্য করো? তোমরা করো লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থা ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কি করেছো? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ

	লুঠতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছো। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা' না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি কেন?
হলওয়েল॥	ফরাসী ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
সিরাজ॥	ফরাসীরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি কেমন?
ওয়াট্‌স॥	আমরা অশান্তি চাই না Your Excellecy।
সিরাজ॥	চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।
রায়দুর্লভ॥	জাঁহাপনা।
সিরাজ॥	গভর্নর ড্রেকের বাড়ীটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশে-পাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোন ইংরেজের কাছে কোন প্রকারের সওদা না বেঁচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
রায়দুর্লভ॥	হুকুম জাঁহাপনার অনুগ্রহ।
সিরাজ॥	আপনি অবিলম্বে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানীর প্রতিনিধি আর কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।
মানিকচাঁদ॥	হুকুম জাঁহাপনা।
সিরাজ॥	নাসারার দুর্গ এই ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে একটি মসদিজ তৈরী হবে। আয়োজন করুন। সেনাপতি মীরমর্দান। সেনাপতি নত হয়ে আদেশ গ্রহণের ভঙ্গী করলেন)
সিরাজ॥	(উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হল উমিচাঁদ। (উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির) আর (মীরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।
মীরমর্দান॥	হুকুম জাঁহাপনা।
সিরাজ॥	হলওয়েল।
হলওয়েল॥	Your Excellency.
সিরাজ॥	তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দী। (রায়দুর্লভকে) কয়েদী হলওয়েল, ওয়াট্‌স আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।
রায়দুর্লভ॥	জাঁহাপনা।
	(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)

বস্তুসংক্ষেপ

সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে ষড়যন্ত্র করছে। ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ- এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে তারা যখন সিরাজের পতনের কথা আলোচনায়, তখন অকস্মাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তিনি ওয়াট্স হলওয়েল প্রমুখকে ষড়যন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করতে বললেন। সিরাজের সংলাপে এখানে পরোক্ষভাবে দেখা যায় যে, কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতারনের ফলে ইংরেজপক্ষ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ক্লেটন তার সৈন্যদের কি কথা বলতে চেয়েছেন?

২. 'বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা' –একথা কে কাকে কখন কোথায় বলেছে?

৩. বর্তমান পাঠে সিরাজের যে চারিত্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।

৪. সিরাজের বিরুদ্ধে ওয়াটস এবং হলওয়েল যে সব তথ্য ও ষড়যন্ত্র বিস্তার করেছে, তার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ ক্লেটন তার সৈন্যদের কি কথা বলতে চেয়েছেন?

উত্তর ॥ ক্লেটন একজন সেনাপতি। তিনি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পক্ষের সৈনিকদের উত্তেজিত করতে অনেক কথা বলেছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা তাকে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত দেখতে পাই। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন– "প্রাণপণে যুদ্ধ কর সাহসী বৃটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। 'Victory or death - Victory or death'।

প্রশ্ন ঃ বৃটিশ সিংহ ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন– এ বড় লজ্জার কথা" এ কথা কে কাকে কখন কোথায় বলেছে।

উত্তর॥ উমিচাঁদ হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন। ক্যাপ্টেন ক্লেটন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রথম দিকে বললেও, ক্রমে নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত্র ক্লেটন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। হলওয়েলকে উমিচাঁদ একথা বলেছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্বল হয়ে ওঠে।

২. তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।

৩. বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার ারর্ধা ইংরেজ পেল কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

৪. We have come to earn money and not to get into politics রাজনীতি আমরা কেন করব?

বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার ারর্ধা ইংরেজ পেল কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

উত্তর ॥

আলোচ্য অংশটি সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সিরাজের দেশপ্রেম এবং একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

হলওয়েল, ওয়াটস, ক্লেটন প্রমুখ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম বসে সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছিল। এমন সময় সেখানে অতর্কিতে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তিনি প্রথমে ইংরেজ সৈনিকদের কাছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত অনেক ইংরেজ কর্মচারী কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অথচ হলওয়েল বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। তাই তিনি হলওয়েলকে এই দুষ্কর্মের কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। এই সংলাপের মধ্যে একদিকে যেমন সিরাজের দেশপ্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থানের কথাও প্রকাশ করছে। সিরাজ যে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সাহস নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উপর্যুক্ত সংলাপ থেকে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির প্রতি প্রবল ভালবাসাই সিরাজকে শত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে দাঁড়ানোর অন্তহীন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁর সংলাপ থেকে একথাও পরোক্ষে আভাসিত হয়েছে যে, তিনি এই সব ষড়যন্ত্রের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন।

বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে উৎকলিত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের সময় নবাব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, উমিচাঁদের বিদ্রূপাত্মক সংলাপে তাই প্রকাশিত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সৈনিকদের দম্ভে নবাবের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলার সৈন্যরা ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ক্লেটন, রজার ড্রেক, মিন্‌চিন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, ম্যানিংহাম প্রমুখ সকলেই নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত হয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে যায়। ফলে সার্জেন হলওয়েলই এখন ব্রিটিশ পক্ষের সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। হলওয়েলের কাছে উমিচাঁদ এসব কথা শুনে খুব মজা পেয়ে উপর্যুক্ত সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেছে – একথা হলওয়েলের কাছে প্রকাশ করে উমিচাঁদ পেতে চেয়েছে এক ধরনের আনন্দ। ইংরেজদের মর্মান্তিক কাপুরুষতায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন উমিচাঁদ। উমিচাঁদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি, সিংহের মত সাহস ও শক্তির অধিকারী বলে জাহির করলেও ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা কাপুরুষই বটে। ইংরেজদের এই কাপুরুষতাকে বিদ্রূপ করতে গিয়েই উমিচাঁদ হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছে। ইংরেজদের দালালি করলেও এই সংলাপের মাধ্যমে উমিচাঁদের অন্তরের গোপন এক প্রদেশকে আমরা যেন সহসাই আবিষ্কার করতে পারি। দেশের প্রতি সংগোপনে সেও যে ভালোবাসা পোষণ করে, তা এই সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায়। অর্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে, ক্ষমতার মোহে এই দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে উমিচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নবাব সৈন্যদের আক্রমণে ভীত হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা কলকাতা থেকে পালিয়ে কোথায় গেল এবং অতঃপর কি করলো, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাহাজে বসে ইংরেজ সৈন্যরা নবাবের বিরুদ্ধে পুনরায় যে সব ষড়যন্ত্র করছে, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
	প্রথম অংক॥ দ্বিতীয় দৃশ্য
	সময় ঃ ১৭৫৬ সাল, ৩রা জুলাই। স্থান ঃ কালকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
	(চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ড্রেক, হ্যারী, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াট্‌স, আর্দালী)
	(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয়-বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘণ জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দু'জন তরুণ ইংরেজ।)
	ড্রেক॥ এই ত কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোনো, প্রয়োজনীয় সাহায্য-
	হ্যারী॥ এসে পড়ল বলে, এই ত বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মিঃ ড্রেক।
	মার্টিন॥ কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাততঃ আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ'আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় ত দূরের কথা।
	ড্রেক॥ তবু ত লোকবল কিছুটা বাড়ল।
	হ্যারী॥ লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
	ড্রেক॥ আহার্য কোন রকমের জোগাড় হবেই।
	মার্টিন॥ কি করে হবে তাই বলুন মিঃ ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই ত জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দু'বেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারে কাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেঁচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।
	কিলপ্যাট্রিক॥ এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?
	হ্যারী॥ ধৈর্য ধরব আমরা কিসের আশায় সেটাও ত'জানতে হবে।
	ড্রেক॥ যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।
	মার্টিন॥ যাঁরা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।
	ড্রেক॥ আমার হঠকারিতা?
দুরবস্থা – খারাপ অবস্থা।	
আকীর্ণ – পরিপূর্ণ।	
ড্রেক – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গবর্নর রজার ড্রেক।	
অহোরাত্র – দিবারাত্রি, সর্বক্ষণ।	
মনুষ্যত্ব – মানবিক গুণাবলী।	
আব্র□ – আবরণ, পর্দা।	
Gracious – করুণাময়, সদয়, দয়াশীল।	
করমর্দন – হাতে হাতে প্রীতিমূলক বিশেষ মিলন বা ারর্শ।	
মীরজাফর – প্রকৃত নাম মীর জাফর আলী খান। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন মীরজাফর। নবাব আলিবর্দী বৈমাত্র ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মীর জাফরের বিয়ে দিয়ে তাকে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় তিনি সর্বদা নবাবের সঙ্গে থাকবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নবাবের সঙ্গে তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা করেন। ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত এবং চিরকালের বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত মীরজাফর ১৭৫৭ সালে ২৯ জুন বিকেলবেলা কর্ণেল ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।	
Scoundrel – নীচমনা, ইতর, নীতিবর্জিত মানুষ।	
জগৎশেঠ – জগৎশেঠ কোন নাম নয়, উপাধি। ১৭২৩	

সালে দিল্লীর সম্রাট মানিক চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

ফৌজদার – সেনানায়ক, আঞ্চলিক শাসক।

ভাঙ – এক ধরনের মাদক।

আরদালি – চাপরাশি, পিওন।

বাত্তি – বাতি।

কয়েদখানা – কারাগার, বন্দিশালা।

Celebrate – উদ্‌যাপন করা।

তহবিল – সঞ্চিত নগদ টাকা কড়ি।

মানিকচাঁদ – নবাবের অন্যতম সেনাপতি। আলিবর্দীর কৃপায় মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারীর পদে নিযুক্ত হন। মানিক চাঁদ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করে।

মার্টিন॥ তা নয়ত কি? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কি কারণ?

ড্রেক॥ সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।

হ্যারী॥ তা ত' বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কি পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মিঃ ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেন নি মিঃ ড্রেক।

ড্রেক॥ আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।

মার্টিন॥ রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে) ওই ত রিপোর্ট তৈরী করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তাই ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?

ড্রেক (টেবিলে ঘুসি মেরে) Thar's none to your business

মার্টিন॥ Of course it is

কিল্‌প্যাট্রিক॥ তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবীদার হলে কিসে?

ড্রেক॥ তোমাদের দু'জনের Bank balance বিশ হাজারের কম নয় কারুরই। অথচ তোমরা কোম্পানীর সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।

হ্যারী॥ ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানী সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।

ড্রেক॥ আমিও ঘুষ খাইনে।

মার্টিন॥ অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।

ড্রেক॥ তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনও ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।

হ্যারী॥ ফোর্ট উইলিয়াম?

ড্রেক॥ ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই একন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনও আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।

মার্টিন॥ বড়াই করে কোন লাভ হবে না মিঃ ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।

ড্রেক॥ এতবড় ারর্ধা? মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।

(জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)

রমণী॥ তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেতো।

ড্রেক ॥ we are in the council Session madam. এখানে

	মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
রমণী ॥	Damn your Council প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
ড্রেক॥	সেই ব্যবস্থাইত হচ্ছে।
রমণী॥	ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে ত'নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ-দিকে দিনের পরদিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।
ড্রেক॥	But you see.
রমণী॥	I do not see alone, you can also see every night এক প্রস্থ জামা কাপড় সম্বল। ছেলে বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই। এর চেয়ে বেশি আর কি দেখাতে চান?
	(হাতের ভিজা গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।
সৈনিক॥	মিঃ হলওয়েল আর মিঃ ওয়াট্।
	(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াট্স ঢুকলো)
কিলপ্যাট্রিক॥	God gracious.
হলওয়েল॥	(সকলের উদ্দেশ্যে) Good morning to you.
	(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াট্স কোন কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তঃ করে অন্যদিকে চলে গেলেন।)
ড্রেক॥	বলো, খবর বলো হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যে।
হলওয়েল॥	মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।
ড্রেক॥	কলকাতায় ফেরা যাবে?
হলওয়েল॥	না।
ওয়াট্স॥	আপাততঃ নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
কিলপ্যাট্রিক॥	কি রকম ব্যবস্থা?
ওয়াট্স॥	অর্থাৎ মেজাজ বুখে যতাসময়ে কিছু উপঢৌকন সহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
ড্রেক॥	তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।
হলওয়েল॥	একটা ব্যাপার রষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজদের ব্যবসা সমুলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এই ফলতায় আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।
ড্রেক॥	তা হলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয।
হলওয়েল॥	কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের তেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।
ড্রেক॥	Hurray!
ওয়াট্স॥	মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কতাটা তুলবেন।
ড্রেক॥	(হ্যারী ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ একন কিছুটা

	ঠান্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে তাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।
হ্যারী॥	আমরা ত' ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
মার্টিন॥	যেমনই হক একটা নিষ্ফিলাফল দেখতে চাই। (উভয়ের প্রস্থান)
ড্রেক॥	(উচ্চ কণ্ঠে) Patience is the key-word youngmen.
হলওয়েল॥	(পায়ে চাপড় মেরে) উঃ কি মশা।
ড্রেক॥	যা বলেছো। ম্যালেরিয়া আর আমাশয়ে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।
ওয়াট্‌স॥	বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।
ড্রেক॥	But it is important from military point of fiew. সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।
কিলপ্যাট্রিক॥	কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নে॥ বিপদ যদি আসেই তা হলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে বেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।
হলওয়েল॥	কলকাতার দিক থেকে আপাততঃ কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেবো।
ড্রেক॥	নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু জৌজদারে ভয়েই তা পারছে না। (প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল) উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
সকলে॥	(What)? এত তাড়াতাড়ি।
ড্রেক॥	(মাঝে মাঝে উচ্চৈস্বরে পত্র পড়তে লাগল) 'আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজী করানো হইয়াছে। সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এরজন্য তাহাকে বার হাজার টাকা নজর দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমরা পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ তাকিব। বলা বাহুল্য পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানীর লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করলে আমি আপনাকেরই সমগোত্রীয়। (চিঠি ভাঁজ করতে করতে) A Perfect scoundrel is this Omichand.

হলওয়েল॥ কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য ত হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।

ওয়াট্‌স॥ Even when it is too costly.

ড্রেক॥ সেই ত মুস্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতের হাজার টাকা দাবী করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দু'হাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।

হলওয়েল॥ কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

ড্রেক॥ দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।
(বেরিয়ে গেল)

ওয়াট্‌স॥ শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কি লাভ? মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?

কিলপ্যাট্রিক॥ দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।

হলওয়েল॥ কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত তেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হল বখরা নিয়ে মনান্তর ঘটলে। (ড্রেকের প্রবেশ)

ড্রেক॥ (উমিচাঁদের চিঠি বার ক'রে) আর একটা জরুরী খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজ-উ-দ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে।

ওয়াট্‌স॥ খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাৎ কেয়ে নাচওয়ালীদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।

ড্রেক॥ আগে ভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিৎ বলে আমার মনে হয়।।

কিলপ্যাট্রিক॥ I second you

ওয়াট্‌স॥ তা পাঠান। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবেনা?

ড্রেক॥ (আরদালি) বাত্তি লে আও।

হলওয়েল॥ নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দু'দিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক॥ Not so bad I hope.

ড্রেক॥ (আর্দালী একটা বাতি রাখলো)

ড্রেক॥ পেগ লাগাও।

নেপথ্যে॥ জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে সমস্বরে। কোথায়? From which side.

নেপথ্যে॥ সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দু'খানা, তিন খানা, চার কানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজা। কোম্পানীর জাহাজ!
(আর্দালী বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক॥ কোম্পানীর জাহাজ? Must be from Madras. Let us celebrate. Hip Hip Hurray.

	সমস্বরে॥ Hurray (সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)

বস্তুসংক্ষেপ

নবাবের সৈন্যবাহিনীর সাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক প্রমুখ সেনাপতি দলবলসহ ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে আশ্রয় নেয়। চরম দুরবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। খাদ্যের অভাবই তারের সবচেয়ে বেশি দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এই দুরবস্থার মাঝেও সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। কীভাবে সিরাজকে পরাজিত করা যায় এটাই তাদের সকল চিন্তার মূল কথা। অবশ্য এক্ষেত্রে এ-দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কর্মকান্ডই তাদের আশান্বিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে চিত্রিত ইংরেজ সেনাপতি ও তাদের বাহিনীর দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করুন।
২. রমনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৩. ড্রেক এর কাছে লেখা উমিচাঁদের চিঠির মূল বক্তব্য কি?
৪. দূর থেকে জাহাজ আসতে দেখে ইংরেজ সৈন্যদের মনোভাবে যে পরিবর্তন ঘটলো, তার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে চিত্রিত ইংরেজ সেনাপতি ও তাদের বাহিনীর দুর্দশায় চিত্র বর্ণনা করুন।

উত্তর ॥ নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সকলের চরম দুরবস্থা। খাবার প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন কেটে যায়। পরিধেয় বস্ত্রেরও একই অবস্থা। সকলেরই একটি মাত্র কাপড় সম্বল। রমণীর সংলাপে ইংরেজদের এই দুর্দশার চিত্র ধরা পড়েছে এভাবে–

'ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে ত নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ দিকে দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার যোগাড়। ... এক প্রস্থ জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলেরই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই।

প্রশ্ন ঃ ড্রেক-এর কাছে লেখা উমিচাঁরের চিঠির মূল বক্তব্য কি?

উত্তর ॥ ড্রেক-এর কাছে লেখা উমিচাঁদের চিঠিতে ধরা পড়েছে তার দেশদ্রোহিতা এবং স্বার্থপরতার চিত্র। চিঠিতে সে লিখেছে যে, সে চিরকালই ইংরেজদের বন্ধু। তাই ইংরেজদের এই বিপদের মুহূর্তে সে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চায়। এ-উদ্দেশ্যে কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে টাকা দিয়ে বশ করেছে সে। ইংরেজরা যাতে কলকাতায় পুনরায় ব্যবসা করতে পারে, সে ব্যবস্থাও মানিক চাঁদের মাধ্যমে করে রেখেছে উমিচাঁদ। তার এই দেশদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা এতই দৃষ্টিকটু যে ড্রেক পর্যন্ত এ-কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন– মানিক চাঁদকে হাত করা ছাড়াও উমিচাঁদের চিঠিতে আর একটা জরুরি সংবাদ ছিল। সে জানিয়েছে যে, সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে শওকতজঙ্গের বিরোধ বাধা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল সিরাজ-শওকতজঙ্গের বিরোধের সময় শওকতজঙ্গকে সমর্থন

করবে। ফলে সিরাজের পতন ত্বরান্বিত হবে। এইসব সংবাদ ইংরেজ সেনাপতিদের নতুন করে আক্রমণ রচনায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. লোকবল বাড়ুন আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
২. প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
৩. দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ডাচ আর ফরাসিরা।
৪. কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

উত্তর

লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। নবাবের সৈন্য কর্তৃক তাড়া খেয়ে ভাগীরথী নদীর উপর ভাসমান জাহাজে বসে নিজেদের চরম দুরবস্থা এবং আহার্যের অভাব প্রসঙ্গে মার্টিন ও ড্রেক-কে উদ্দেশ্য করে হ্যারী আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করে।

নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে দিন কাটাতে থাকে। সকলের চরম দুরবস্থা। কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন কেটে যায়। জাহাজে সামান্য যে খাবার আছে, তা দিয়ে বেশি দিন চলবে না। এমন সময় মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কিলপ্যাট্রিক এই সংবাদ দিয়েছে যে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখান থেকে বেশ কিছু সৈন্য শীঘ্রই জাহাজে করে কলকাতা পৌঁছবে। একথা শুনে ড্রেক ব্যতীত কেউই খুশী হতে পারেনি। কেননা, হয়তো দুশো আড়াইশোর মতো সৈন্য আসবে মাদ্রাজ থেকে। যে কজন সৈন্য আসবে, তারা আদৌ কোন লোকবল বৃদ্ধি করবে না; বরং উল্টো তারা খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করবে। এই সংলাপের মাধ্যমে ইংরেজদের দুরবস্থার স্বরূপ এবং হ্যারীর মননশীল কৌতুক প্রবণতার পরিচয় এক সঙ্গেই পাওয়া যায়।

প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌরা' নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। জনৈকা রমনীর সংলাপে মাধ্যমে এখানে ইংরেজ সৈন্যদের চরম অসহায়তা এবং দুরবস্থার ছবি উপস্থাপিত হয়েছে।

নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে দিন কাটাতে থাকে। সকলের চরম দুরবস্থা। কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন দুর্বিষহভাবে কেটে যায়। এইসব বিপদের মাঝেও কীভাবে নবাবকে আক্রমণ করা যায়, সে সম্পর্কে ড্রেক মন্ত্রণা সভা ডেকেছে। কিন্তু সভায় মার্টিনসহ সকলেই ড্রেকের নির্দেশে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে মার্টিনকে উদ্দেশ্য করে ড্রেক বলে যে, সে ইচ্ছা করলে যে কোন মুর্হূতে মার্টিনকে কয়েদখানায় বন্দী করতে পারে। একথা শুনে ব্যঙ্গ আর কৌতুকে নিজেকে প্রকাশ করেন জনৈকা রমনী। রমনী বলেন যে, যে সৈন্য যুদ্ধের সময় মেয়েদের নৌকায় করে পালিয়ে যায়, সে এখন আবার অন্য কয়েদখানায় বন্দী করার হুমকি দেয়। একথা শুনে ড্রেক তাকে ধমক দেয়। ড্রেক বলে, যে, এখন অধিবেশন হচ্ছে। তাই রমনীর কোন কথাই এখানে শোভন নয়। কিন্তু ড্রেকের কথায় এতটুকুও ভড়কে না গিয়ে

সে উল্টো করে বলে যে- প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব। রমনীর এই সংলাপের মাধ্যমে ইংরেজ সৈন্যদের চরম অসহায়তার কথা, দুর্বিষহ জীবনের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগম প্রমুখের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
	প্রথম অংক॥ তৃতীয় দৃশ্য
তাম্বুল – পান।	সময় ঃ ১৭৫৬ সাল ১০ই অক্টোবর। স্থান ঃ ঘসেটী বেগমের বাড়ী।
তাম্রকুট – তামাক।	চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে গসেটী বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায় দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।)
মেহমান – অতিথি।	প্রৌড়া ঘসেটী বেগম জাঁকজমপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেট, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকুট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্র বেশী অতিথি রাইসুল জুহালার সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হল। সকলের হাততালি।)
জবরদস্ত – শক্তিশালী, জোরালো।	
কেরামতি –ক্ষমতা, শক্তি, প্রতাপ।	
ধান্দা – ধাঁধা, ধোঁকা, প্রতারণা। এখানে জীবিকার প্রচেষ্টা।	
সরগরম – জমজমাট, পরিপূর্ণ।	ঘসেটী॥ বসুন উমিচাঁদজী। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।
তারিফ – প্রশংসা।	
ওয়াকিফহাল – বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ।	উমিচাঁদ॥ (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।
কালোয়াতী – উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নৈপুণ্য; রাগ সঙ্গীতে পারদর্শিতা।	রাজবল্লভ॥ তা'হলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-
রাইসুল জুহালা – ইতিহাস সিদ্ধ নারান সিংহা (নারায়ণ সিংহ) চরিত্র সিকান্দার আবু জাফরের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে কৌতুক-চরিত্র রাইসুল জুহালা। রাইসুল জুহালা সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী, সর্বোপরি তিনি দেশপ্রেমিক। নারান সিংহ	উমিচাঁদ॥ না না সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।
	জগৎশেঠ॥ তা হলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজী। দেখি নাজওয়ালীদের ঘুংগুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।
	(ঘসেটী ও রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)
	রাজবল্লভ॥ ওস্তাদজীর নামটা-
	আগন্তুক॥ রাইসুল জুহালা॥ (সকলের উচ্চহাসি)
	রায়দুর্লভ॥ জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজীকে পথ

ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন।

রাজবল্লভ – বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোলুপ মন্ত্রী। রাজবল্লভ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। ঢাকায় জাহাজী যৌক্তি বিভাগে কেরানীর চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে 'রাজা' উপাধি পান। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজবল্লভ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবল্লভের বিশ্বাস ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

রায়দুলর্ভ (দুর্লভ রাম) – রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্লভ। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে রায়দুর্লভও গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মাতের অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে তিনি কলকাতা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

অকর্মণ্য – যে কোন কাজ করে না। কর্মক্ষম নয় এমন। অপটু।

ভাঙের গেলাস – ভাঙ নামক এক প্রকার নেশার কথা বলা হয়েছে।

ধনকুবের – ধনবান, বিত্তশালী।

একরারনামা – স্বীকারনামা বা কবুলনামা।

সিপাহসালার – সেনাপতি।

দত্তলৎ – দৌলত, ধন-

দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)

উমিচাঁদ॥ (ঈষৎ রুষ্ট) আমি ত বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ কেয়েও গোপ মুকনো রাকেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

ঘসেটী॥ আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন ওস্তাদজী।

রাইসুল জুহালা ॥ য্যায়সা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদব কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপততঃ আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাবো। পক্ষীকূলের একটি বিশেষ শ্রেণী, ধার্মিক হিসাবে যার জবরদস্ত না, সেই পাখীর নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেমের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচীকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য শুরু করল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটী এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ ॥ ওস্তাদজী জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এলো)

উমিচাঁদ ॥ উনি রাজী আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারখানা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাজবল্লভ ॥ তা'হলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মত কাজে লাগানো হবে।

রাইসুল জুহালা॥ বহোত আচ্ছা হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতী করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটী ॥ তা'হলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ ॥ আমার মনে হয় নাচওয়ালীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি॥ তাই হোক

(ইঙ্গিত করতেই দলবল সহ নাচওয়ালীদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ॥ বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

ঘসেটী॥ আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ॥ সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিইছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাবো তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ঘসেটি॥ শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবী পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ॥ এটা কোনো কথা হল না। যিনি নবাব হবেন-

জগৎশেঠ॥ আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

রায়দুর্লভ॥ বেশ আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার

সম্পদ।

রোশনাই – জ্যোতি, আলো।

দেউড়ি – উঠান।

ইতস্ততঃ – দ্বিধা, সঙ্কোচ।

রাজদ্রোহিতা – রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

জাঁহাপনা – মহারাজ, সম্রাট, বাদশা।

কেয়ামত – ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন। প্রলয়, ধ্বংস।

নাজেল – অবতরণ, আবির্ভাব।

পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ॥ সে আবার কি কথা?

রাজবল্লভ॥ আপনারা তর্কের ভিতরে যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপদজনক।

জগৎশেঠ॥ কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলিই বলছি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাম এবং নাচওয়ালী ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন।

রায়দুর্লভ॥ ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেনকুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ॥ আমি তা বলছিনে। তাছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবী পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটী॥ ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কি করে?

জগৎশেঠ॥ না না আমি নগদ টাকা চাইছি নে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেবো অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলেয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ॥ আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটী বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটী॥ (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মীরজাফরের পত্রএত পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ॥ বহোতখুব।

উমিচাঁদ॥ আমার তো কোন বিষয়ে কোনো দাবী দাওয়া নেই। আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটী॥ আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ॥ নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

ঘসেটী॥ সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ॥ কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি

	কাজ কতদূর এগিয়ে এসছি এই দেখুন তার প্রমাণ। (পকেট থেকে চিঠি বার ক'রে ঘসেটী বেগমের হাতে দিল)
ঘসেটী॥	(চিঠির নীচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি।
উমিচাঁদ॥	আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।
ঘসেটী॥	(পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাবাহিনীতে যেন বিদ্রোহ ঘটানো হয়। আমাদের মিত্র সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তা'হলে সিরাজ-উ-উদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।
রাজবল্লভ॥	আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।
	(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচবিত। ঘসেটী বেগম কোলাহলের কারণ কানবার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহির থেকে নবাব শব্দটি কানে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামেয়ে দিয়ে নাচওয়ালীদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এলো।)
রাজবল্লভ॥	আরম্ভ করো জলদি। (ঘুংঘুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো। নাচওয়ালীদের নাচ থেমে গেলো।
ঘসেটী॥	(ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!
সিরাজ॥	কি ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন?
ঘসেটী॥	(আস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।
সিরাজ॥	তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।
ঘসেটী॥	নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?
সিরাজ॥	নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড় পাহাড়া বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা ত আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হ'ত।
	(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)
	রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালে মত ভেঙ্গে দিলাম। (ঘসেটী বেগমকে) তৈরী হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার চারিদিকে যড়যন্ত্রের জাল। এ সময়ে নবাবের খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।
ঘসেটী॥	(রোষে চীৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছো? তোমার এতখানি ারর্ধা?
সিরাজ॥	এতে ক্রুদধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।
ঘসেটী॥	মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাবো? (তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)
সিরাজ॥	(অবিচলিত) তৈরী হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে

		যাবো।
	ঘসেটী॥	(মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেট, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?
	রাজবল্লভ॥	(একটু ইতস্ততঃ করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-
	সিরাজ॥	(উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজ দ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।
		(রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোত্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরী থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।
	রায়দুর্লভ॥	হুকুম জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হ'ল। ঘসেটী বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন)
	সিরাজ॥	মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।
		বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)
	ঘসেটী॥	তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে সিরাজ। নবাবী? নবাবী করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব- দেখব।

বস্তুসংক্ষেপ

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। নিজের বাড়িতে সহচরদের ডেকে তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন। ঘসেটী বেগমের বাড়িতে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ। এমন সময় রাইসুল জুহালাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় উমিচাঁদ। রাইসুল জুহালা ছদ্মবেশে এসে নৃত্য পরিবেশন করে। কিন্তু সেদিকে কেউ তেমন নজর না দিয়ে সকলেই সিরাজকে পদচ্যুত করার কৌশল সন্ধান করছিল। সকলেই একমত হল যে সিরাজের বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে দাঁড় করাতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজদেরও সহায়তা পাওয়া যাবে। কিন্তু এ প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলছিল। তাদের কথাবার্তায় অর্থলোলুপতা প্রকাশ পেয়েছে। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। সিরাজকে দেখে সকলেই চমকিত ও বিস্মিত হলো। দূতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সিরাজ ঘসেটী বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙে দিলেন। ঘসেটী বেগমকে তিনি নিজ প্রাসাদে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তার এই প্রস্তাবে ঘসেটী বেগম ক্রোধান্বিত হলেন ও সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগম প্রমুখের ষড়যন্ত্রের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করুন।

৩. বর্তমান দৃশ্যে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।

৪. সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগমের মনোভাব ব্যক্ত করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করুন।

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তার বাড়িতেই সিরাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ঘসেটী বেগম সকলেই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে চায়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। ঘসেটী বেগমের কাছে লেখা পত্রে মীরজাফরও শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। মীরজাফর অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য শওকতজঙ্গকে পরামর্শ দিয়েছেন। উমিচাঁদের সংলাপে তাদের ষড়যন্ত্রের মূল কথা প্রকাশ পেয়েছে। ঘসেটী বেগমকে উদ্দেশ্য করে উমিচাঁদ বলেছে – "নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে, তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলা পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তার অবধারিত।" এভাবে দেখা যায়, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার অতি নিকটজন ও অমাত্যরাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানো নয়, বরং সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগমের মনোভাব ব্যক্ত করুন।

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তাঁর বাড়িতেই সিরাজ বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা আকস্মিকভাবে ঘসেটী বেগমের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি ঘসেটী বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙ্গে দেন এবং ঘসেটী বেগমকে প্রাসাদে চলে যাবার অনুরোধ করেন। কিন্তু সিরাজের এ আচরণে ঘসেটী বেগম ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তাকে বন্দী করতে এসেছে এই অভিযোগে সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকেন। সিরাজকে উদ্দেশ্য করে ঘসেটী বেগম ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছে– "তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?" সিরাজের বিনয় ভাষণও তাকে শান্ত করতে পারেনি। তাই সিরাজের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন এই অভিশাপ–

"তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে সিরাজ। নবাবী? নবাবী করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব – দেখব।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আমিত বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ি কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

২. নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৩. দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী।

৪. বাংলাদেশের সেরা লোকেরই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

উত্তর

দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড় আমি দওলতের পূজারী।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। ঘসেটী বেগমকে উদ্দেশ্য করে উমিচাঁদের এই সংলাপে তার অর্থলোলুপ মানসিকতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

নবাব সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তার বাড়িতেই সিরাজ বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাদ, ঘসেটী বেগম সকলেই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে চায়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রসঙ্গ এলো, তখন সবার মধ্যেই দেখা দিল স্বার্থ চিন্তা। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানই তখন তাদের সামনে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ অবস্থায় ঘসেটী বেগমের কাছে উমিচাঁদ প্রকাশ করে তার অর্থলোভী মনোভাব। সে বলে যে অর্থ ও দৌলত তার কাছে ঈশ্বর। অর্থ ছাড়া অন্য কিছুই সে বোঝে না, সে একমাত্র অর্থেরই পূজারী। শওকতজঙ্গকে নবাব বানানো হলে সে কত টাকা পাবে, তা আগে নিশ্চিত হয়েই সে কাজে নামতে চায়। এই সংলাপের মাধ্যমে উমিচাঁদের অর্থলোভী স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে।